"দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ"

গাব্রিয়েল কোড়াইয়া
দক্ষিণ ভাসানিয়া

সমবায়ের মূলনীতি হলো সবাইকে একত্রে কাজ করা। মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: হলো বর্তমান সমবায়ের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। যুগের ও প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে এর নানা পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। বর্তমানে মানুষ তাদের সব প্রয়োজন সমবায়ের মধ্যে দিয়ে পাচ্ছে। এই মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: এর ইতিহাস এর কিছু অংশ ও অভিজ্ঞতা আপনাদের সঙ্গে সহভাগিতা করছি।

আমি ১৯৭১ সালের শেষের দিকে লুদুরিয়া থেকে ভাসানিয়া আসি। তখন মাত্র দেশ স্বাধীন হয়েছে। ভাসানিয়া আসার পর থেকে আমি মঠবাড়ী গীর্জায় যেতাম। একদিন আমি দেখলাম যে সিস্টার মুক্তিরানী গীর্জাঘর পরিষ্কার করছে। গীর্জাঘরে অনেক পানি ছিল। গীর্জার ছাদ দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে গীর্জাঘর অপরিষ্কার হয়ে গেছে। তখন আমি সিস্টারকে জিজ্ঞাস করলাম সিস্টার গীর্জার এই অবস্থা এখানে গীর্জার কোন কমিটি নাই। সিস্টার বললেন আগে কমিটি ছিল কিন্তু বর্তমানে নাই।

তখন আমি সিস্টারকে তাদের নাম জিজ্ঞাস করলাম যারা আগের কমিটিতে ছিল। সিস্টার যাদের নাম বললেন তারা হলেন মোংলা দেশাই, আলফ্রেট মাস্টার, এরন মাস্টার, বেনাদী দিদি। আমি তাদের সঙ্গে দেখা করলাম এবং গীর্জার কমিটি বিষয়ে কথা বললাম। তখন তারা বললেন আপনি যদি পারেন করেন আমরা সবাই আপনাকে সাহায্য করব।

তখন ঋণদান সমিতিও ভালভাবে চলছিল না। নৌকা ডুবার পর থেকে এখানে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। সমিতির নৌকায় অনেক ধান, চাল ছিল সেই নৌকা ডুবে যাবার পর সমিতির অনেক ক্ষতি হয়। তখন ঋণদান সমিতির কমিটিতে ছিল চেয়্যারম্যান টমাস, কোষাদক্ষ আলফ্রেড মাস্টার , এরন মাস্টার আরও অনেকে। হিসাব রাখার জন্য কোন ব্যক্তি পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন আমি ভাসানিয়া অনিলের নাম প্রস্তাব করি এবং সবাই তা সর্মথন করে। অনিল ও রাজী ছিলেন।

পরবর্তীতে গীর্জার কমিটি ও ঋণদান সমিতির কমিটিকে আবার নতুন করে আর্শীবাদ করার জন্য আমরা তিন জন অনিল (ভাসানিয়া), বাদল (মঠবাড়ী) এবং আমি বিশপ এর সঙ্গে কথা বলতে গেলাম ঢাকায়। তখন বিশপ ছিলেন থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলি। আমরা বাসায় যাই ১২টায় তখন বিশপ ছিলেন না তিনি ৩টায় বাসায় ফিরলেন। তখন আমরা তাকে যীশুতে প্রণাম জানালাম। তিনি এক গাল হাসি দিয়ে তা গ্রহণ করলন। আমরা তাকে খাওয়ার জন্য যেতে বললাম কিন্তু তিনি বললেন **"তোমাদের রেখে আমি খাব না"**। তোমাদের কথা বলো। তখন আমরা আমাদের পরিচয় দিলাম আমরা মঠবাড়ী থেকে এসেছি।

গীর্জার উন্নয়ন কমিটি ও ঋণদান সমিতি নতুন করে আর্শীবাদ করার জন্য আপনাকে যেতে হবে। বিশপ তখন হাসি দিয়ে বললেন যদি মারা না যাই তাহলে আগামী রবিবার যাব। তারপর আমরা চলে আসলাম। আসার তিনদিন পর বিশপ মারা গেলেন। নতুন বিশপ হলেন মাইকেল রোজারিও। আমরা কিছু দিন পর তার কাছে গিয়ে সবকিছু বিস্তারিত বললাম। বিশপ শুনে বললেন ঠিক আছে। আমি আগামী শনিবার সন্ধ্যায় যাব। শনিবার সন্ধ্যায় তিনি পৌচ্ছালেন। তাকে সবাই সম্ভর্ধনা জানালাম।

তখন তিনি সবার সঙ্গে বসলেন আমাদের যা কিছু সমস্যা ছিল বললাম। প্রথমে বললাম নৌকা ডোবার পর থেকে ঋণদান ভালভাবে চলছে না এবং গীর্জায় কমিটিও নাই।